রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৬ সালের ইনোভেশন সংক্রান্ত উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ও উহার বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১।	মন্ত্রণালয়ের সেবা গ্রহিতার সংখ্যা বিবেচনা করে ২ টি গুরুত্বপূর্ণ সেবা সহজিকরণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ।	নিম্নোক্ত ০২ টি সেবা চিহ্নিত করা হয়ঃ ১। গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে বিমানবন্দরের মত মালামাল বহনের জন্য ট্রলির ব্যবস্থা করা। ২। ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে টিকিট বিক্রয় এবং ভাড়ার টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।
০২।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত সেবাসমূহের প্রথম সেবাটি অধিকতর সহজ উপায়ে প্রদান করার পন্থা বা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধি পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সুপারিশ প্রণয়ন করার জন্য কমিটি গঠন।	১০/১০/২০১৬ খ্রি: এ বিষয়ে একটি সভা করা হয়েছে।
০৩।	কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ও নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলক সীমিত পরিসরে প্রথম সেবাটির প্রদান শুরু করা।	১৫/১০/২০১৬ খ্রি: পরীক্ষামূলক ভাবে সীমিত পরিসরে প্রথম সেবাটি প্রদান শুরু করা হয়।
০৪।	অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনসহ নতুন পদ্ধতিতে/পরিসরে প্রথম সেবাটি প্রদান শুরু।	৩০/১০/২০১৬ খ্রি: নতুন পদ্ধতিতে প্রথম সেবাটি প্রদান শুরু করা হয়েছে।
০৫।	চিহ্নিত প্রথম সেবাটি নতুন পদ্ধতিতে প্রদান করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নিত ২টি সেবার অবশিষ্ট ১টি সেবা নতুন পদ্ধতিতে প্রদান করার জন্য কমিটি গঠন, পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন এবং চূড়ান্ত বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা।	পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলমান রয়েছে।
০৬।	মন্ত্রণালয়ের ২ টি গুরুত্বপূর্ণ শাখার ফাইলসমূহ ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিতকরণ।	নিম্নোক্ত ০২ টি শাখাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়ঃ ১) প্রশাসন-১ শাখা। ২) প্রশাসন-২ শাখা।
০৭।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত ২ টি শাখার মধ্যে ১ম শাখাটির ফাইলসমূহ ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য কমিটি গঠন।	প্রশাসন-১ শাখাসহ একাধিক শাখায় ই-ফাইল চালু করার জন্য এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-তে সাংগঠনিক কাঠামো ম্যাপিং এর জন্য তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। এটুআই এ ম্যাপিং এর কাজ চলমান আছে। ম্যাপিং শেষ হলে ই-ফাইলিং এর কাজ চালু হবে।

০৮।	কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ১ম শাখাটির ফাইলসমূহ ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি শুরু করা।	প্রশাসন-১ শাখাসহ একাধিক শাখায় ই-ফাইল চালু করার জন্য এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-তে সাংগঠনিক কাঠামো ম্যাপিং এর জন্য তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে। এটুআই এ ম্যাপিং এর কাজ চলমান আছে। ম্যাপিং শেষ হলে ই-ফাইলিং এর কাজ চালু হবে।
০৯।	অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত অন্য শাখা দুটির ফাইলসমূহ ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি শুরু করা।	এটুআই কর্তৃক সাংগঠনিক কাঠামোর ম্যাপিং সম্পূর্ণ হলে ই-ফাইলিং এর কাজ শুরু করা যাবে।
১০।	মন্ত্রনালয়ের সেবাসমূহ অধিকতর জনবান্ধব করার লক্ষে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারিদের নিকট হতে উদ্ভাবনী ধারণা নিয়মিত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে টেন্ডার বক্সের অনুরুপ মন্ত্রণালয়ে একটি ইনোভেশন বক্স চালু করা।	ইনোভেশন বক্স চালু আছে।
১১।	অনলাইন আইডিয়া প্রদান করার জন্য একটি অনলাইন প্লাটফরম তৈরী।	অনলাইন প্লাটফরম হিসাবে ই-মেইল এড্রেস দেওয়া হয়েছে। ই-মেইলঃ info@mor.gov.bd
১২।	প্রতিমাসের ইনোভেশন টিমের সভায় আইডিয়া বক্স এবং অনলাইনে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ যাচাই ও বাছাই করা।	নিয়মিত করা হচ্ছে।
১৩।	প্রতিমাসে বাছাই করে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহন ও বাস্তবায়ন।	আইডিয়া পাওয়া সাপেক্ষে করা হচ্ছে।
১৪।	মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কর্মকর্তাগণ বাস্তবায়িত আইডিয়া পর্যালোচনার পর সারাদেশে বাস্তবায়ন করা (স্কেলআপ)।	গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে বিমানবন্দরের মত মালামাল বহনের জন্য ট্রলির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১৫।	মন্ত্রণালয়ের অধিনে সকল দপ্তর ও অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিমসমূহ সক্রিয় করা এবং প্রতিমাসে ইনোভেশন টিশসমূহের সভা নিশ্চিত করা।	প্রতিমাসে সভা করা হয়।
১৬।	মন্ত্রণালয়ের অধিনে সকল দপ্তর ও অধিদপ্তরের হতে ইনোভেশন সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণায়ন নিশ্চিত করা,কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।	মন্ত্রণালয়ে ইনোভেশন সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা করা হয়েছে এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর-কে ইনোভেশন সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

১৭।	মন্ত্রণালয়ের ৭০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষনের আয়োজন করা।	অত্র মন্ত্রণালয়ে ১১-১২ মে ২০১৬ (১ম ব্যাচ) প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।
১৮।	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর ও দপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের উদ্ভাবনী উদ্দ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করার জন্য সহায়তা ফান্ড গঠন করা।	ফান্ড গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে।
১৯।	মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহে কর্মরত আইডিয়া প্রদানকারী সেরা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে পুরষ্কার প্রদান।	আইডিয়া পাওয়ার পর পুরস্কার প্রদান করা হবে।
২০।	সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ,ই-ফাইলিং ইনোভেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য এটুআই ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ।	এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হয়। এবং ই-ফাইলিং বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২১।	সেবার উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য ই-মেইল ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার নিশ্চিত করার সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে।	অত্র মন্ত্রণালয়ে ফেসবুক পেজ ব্যবহার করা হয়। (www.facebook.com/RailMinistryBD/
২২।	মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর ও দপ্তর হতে প্রাপ্ত আইডিয়াসমূহ সংরক্ষণ করা এবং প্রতি ৪ মাস অন্তর ইনোভেশন সংক্রান্ত ই-নিউজলেটার প্রকাশ করা,সংশ্লিষ্টদের নিকট ই-মেইলে প্রেরণ করা এবং সংরক্ষণ করা ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা।	প্রতি মাসের ইনোভেশন সভার কার্যবিবরণী অত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়।

০২/০২/২০১৭

মোঃ মফিজ উদ্দিন
প্রোগ্রামার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন সংক্রান্ত ২০১৬ সালের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রতিটি মাসিক সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে কর্মপরিকল্পনার বাইরেও যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্রমিক নং	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১।	বাংলাদেশ রেলওয়েতে যাত্রী সেবা দেওয়ার জন্য কল সেন্টার সেল স্থাপন ও ১৩১ সংখ্যাটি ব্যবহারের নিমিত্ত দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়েতে ইতিমধ্যেই কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। যেকোন মোবাইল হতে ১৩১ নম্বরে কল করে ট্রেনের সময়সূচী, ট্রেনের ভাড়া ও টিকিট প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়। এছাড়াও কল সেন্টার সেল স্থাপনের বিষয়ে ডিপিপি প্রণয়ন চলমান রয়েছে। ডিপিপি অনুমোদন হলে পরবর্তীতে কল সেন্টার সেল স্থাপনের কাজ শুরু হবে।
০২।	বাংলাদেশ রেলওয়ের Biometric System ব্যবহারের মাধ্যমে টিকিট বিক্রির বিষয়ে CNS কে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের টিকিট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে Biometric System ব্যবহারের বিষয়ে CNS লিঃ এর সহিত যোগাযোগ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। সিএনএস লিঃ হতে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে মর্মে জানানো হয়েছে।
০৩।	ট্রেনের নতুন বগি সরবরাহের ক্ষেত্রে বগির প্রতি সারির সীট এর বাম ও ডান পার্শ্বে electric point রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিদেশ থেকে আমদানীকৃত প্রতিটি কোচে মোবাইল ফোন চার্জার পয়েন্ট রাখা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে রেলওয়ে কারখানায় প্রত্যেক জিওএই মেরামত কালীন প্রতিটি কোচে প্রতিসারির সীটের বাম ও ডান পার্শ্বে মোবাইল ফোন চার্জার পয়েন্ট রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৪।	বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের রেলওয়ের উন্নয়ন মূলক ইনোভেশন আইডিয়া দেওয়ার জন্য পুনরায় পত্র দিতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের রেলওয়ের উন্নয়ন মূলক ইনোভেশন আইডিয়া দেওয়ার জন্য ইতোপূর্বে দুইবার পত্র দেওয়া হয়েছে। পুনরায় তাগিদ পত্র প্রদান করা হয়েছে।
০৫।	বাংলাদেশ রেলওয়ের মাসিক টিকেট বিক্রির বিষয়ে বার মাসে বার রঙের টিকেট নির্ধারণপূর্বক টিকিট বিক্রি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	রেলওয়ের টিকেট (আন্তঃনগর কম্পিউটারাইজড টিকিট বিক্রি ব্যতিত) সহ সকল মানি ভ্যালু বুক সরবরাহ হয়ে থাকে রেলওয়ের প্রিন্টিং প্রেস হতে। যার প্রধান হচ্ছেন চীফ কন্ট্রোলার অব স্টোরস (সিসিএস)। বার মাসে বার রঙের কাগজ সংগ্রহ করে টিকিট প্রিন্ট করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

০৬।	ইন্টারসিটি ট্রেনগুলোতে রেলওয়ে এ্যাম্বুলেন্স চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ইন্টারসিটি ট্রেনগুলোতে রেলওয়ে এ্যাম্বুলেন্স চালু করার বিষয়ে একখানা নকশা সিএমই/পূর্ব এর কাছ থেকে পাওয়া যায়। একখানা প্রথম শ্রেণীর নন-এসি কোচকে এ্যাম্বুলেন্স তৈরীর প্রস্তাব দেয়া হয়। রেলওয়ে এ্যাম্বুলেন্সে ডক্টরস রুম, এটেন্ডেন্ট রুম, রোগীর জন্য এসি ও নন-এসি রুম সহ অক্সিজেন সিলিন্ডার, রেফ্রিজারেটর, মাইক্রো-ওভেন ইত্যাদি সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
০৭।	বাংলাদেশ রেলওয়ের DEMU Train এ পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রামীণ AC ব্যবহার করতে হবে।	বিগত ডিসেম্বর ,২০১৬ মাসে একখানা এসএলআর কোচের যাত্রী অংশে ডাব্লিউএম/সি/পাহাড়তলী কর্তৃক প্লাষ্টিক পানির বোতল দিয়ে গ্রামীণ এসি'র কাঠামো তৈরী করে এবং কার্যকারিতা প্যাডেসটাল ফ্যানের মাধ্যমে বাতাস প্রবাহিত করে পরীক্ষামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এক ঘন্টার উপরে গ্রামীণ এসি স্থাপনের পর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কোচের অভ্যন্তরে শূন্য দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং আদ্রতা ৩০% বৃদ্ধি পায় যা যাত্রী সাধারণের জন্য অস্বস্তিকর হবে বলে প্রতীয়মান হয়। পরীক্ষামূলকভাবে গ্রামীণ এসি'র কার্যকারিতা সন্তোষজনক না হওয়ায় DEMU ট্রেনে বিকল্প পদ্ধতির চিন্তা করা হচ্ছে।
০৮।	রেলওয়ের টয়লেটগুলো প্রযুক্তিগত ভাবে উন্নত করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের টয়লেটগুলোকে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত করণের জন্য বায়ো-টয়লেট স্থাপনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। বায়ো-টয়লেট স্থাপনের বিষয়ে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ড্রয়িং সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।
০৯।	১। রেলওয়েতে মুক্তিযুদ্ধ ভাস্কর্য/স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী এবং রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সকল মুক্তিযোদ্ধা/শহীদদের নামের তালিকা প্রস্তুত করে স্মৃতিস্তম্ভে নামফলক স্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হয়। (i) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়- উপদেষ্টা। (ii) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে- উপদেষ্টা।	তথ্যসংগ্রহ ও কম্পোজের কাজ চলমান আছে।

	(iii) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস), বাংলাদেশ রেলওয়ে- আহবায়ক। (iv) বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক (ডিআরএম), চট্টগ্রাম। (v) বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক/কারখানা (ডিএস), সৈয়দপুর।	
১০।	বাংলাদেশ রেলওয়েতে ব্যবহারের জন্য Portable Electronics Machine system এর বিষয়ে DBBL কে Demo Version presention দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য Portable Electronics Machine System ব্যবহার এর বিষয়ে সিএসটিই/টেলিকম হতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
১১।	স্টেশনে ভবনসহ প্ল্যাটফর্ম ফেন্সিং এর মাধ্যমে সুরক্ষিত করে Entry এবং Exit পৃথক ব্যবস্থা করা। • পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে স্যানিটেশন সামগ্রী ব্যবহার করা। • সার্বক্ষনিক ভ্রাম্যমান ক্লিনার নিযুক্তকরন। • সৌন্দর্য্য বর্ধক বাহারী গাছ পালা ও সৃষ্টিশীল চিত্রকর্ম স্থাপন। • ওয়েটিং রুম এবং প্ল্যাটফর্মের কলামের গোড়ায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিন স্থাপন করা।	i) সৌন্দর্য্যবর্ধকবাহারী গাছ পালা ও সৃষ্টিশীল চিত্রকর্ম স্থাপনের জন্য মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব) ও (পশ্চিম)'কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে সে মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে কাজ চলমান আছে। ii) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ওয়েটিং রুম এবং প্ল্যাটফর্মের কলামের গোড়ায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়েছে এবং কোথাও তার ঘাটতি হলে তা পূরণ করা হয়। iii) বাংলাদেশ রেলওয়ের ৫০ (পঞ্চাশ) টি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনের ভবনসহ প্লাটফরম ফেন্সিং এর মাধ্যমে সুরক্ষিত করে Entry এবং Exit পৃথক ব্যবস্থা করার জন্য একটি চায়নিজ কোম্পানী (China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group Co. Ltd) এর মাধ্যমে প্রাথমিক সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সার্ভে শেষে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১২।	বর্তমান প্রচলিত রেলওয়ের ওয়েবসাইটঃ www.railway.gov.bd অথবা www.eseba.cns.bd এই ঠিকানায় অবিক্রিত টিকেটের হালনাগাদ তথ্য প্রতিনিয়ত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।	বর্তমান প্রচলিত রেলওয়ের ওয়েবসাইটঃ www.railway.gov.bd অথবা www.eseba.cns.bd এই ঠিকানায় অবিক্রিত টিকিটের হালনাগাদ তথ্য প্রতিনিয়ত প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণরে জন্য ইতোমধ্যেই সিএনএস লিঃ'কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
১৩।	ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রেনের কোচের অবস্থান প্রদর্শন করতে হবে।	ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে সিস্টেমের মাধ্যমে ট্রেনের কোচের অবস্থান প্রদর্শনের নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা চলছে। পরবর্তী ইনোভেশন সভায় উক্ত বিষয়ের উপর একটি Power point Presentation এর ব্যবস্থা করা হবে।
১৪।	চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে অবস্থিত রেলওয়ে জাদুঘরটি আরও উন্নত (update) করা এবং ঢাকার কমলাপুরে নতুন রেলওয়ে জাদুঘর স্থাপন করতে হবে।	চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে অবস্থিত বাংলাদেশ রেলওয়ে জাদুঘরটি আরও উন্নত (update) করার কাজ চলমান আছে। ঢাকার কমলাপুরে নতুন রেলওয়ে জাদুঘর স্থাপন করার বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

০৯/০২/২০১৭

মোঃ মফিজ উদ্দিন
প্রোগ্রামার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০১৬ সালের ইনোভেশন সংক্রান্ত উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ও উহার বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্রঃনঃ	ইনোভেশন উদ্যোগসমূহ	লক্ষ্য	অগ্রগতি
১।	ট্রেন ট্রাকিং ও মনিটরিং সিস্টেম (TTMS) বর্ধিতকরণ	চালুকৃত ৯৬টির অতিরিক্ত আরো ১০টি ইঞ্জিনে/ট্রেনে ট্রেন ট্রাকিং ও মনিটরিং সিস্টেম (TTMS) স্থাপন করণ।	**২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১০৬টি** ইঞ্জিনে/ট্রেনে ট্রেন ট্রাকিং ও মনিটরিং সিস্টেম (TTMS) চালু করা হয়েছে। অগ্রগতির হার = ১০০%
২।	অনলাইন টিকিটিং এর পরিধি বৃদ্ধিকরণ **(e-Ticketing system)**	৫৪টি রেলওয়ে স্টেশনের অতিরিক্ত আরো ১০টি রেলওয়ে স্টেশনে **অনলাইনে (ইন্টারনেটের মাধ্যমে)** টিকিট ক্রয়ের কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ।	**২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৪টি রেলওয়ে ষ্টেশনে অনলাইনে (ইন্টারনেটের মাধ্যমে)** টিকিট ক্রয়ের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। অগ্রগতির হার = ১০০%
৩।	বাংলাদেশ রেলওয়েতে ওয়াই-ফাই সিস্টেম বর্ধিতকরণ	০৩টি রেলওয়ে স্টেশনের অতিরিক্ত আরো ১০টি রেলওয়ে স্টেশনে ফ্রি ওয়াই-ফাই সেবা চালুকরণ।	**২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৩টি** রেলওয়ে স্টেশনে ফ্রি ওয়াই-ফাই সেবা চালু করা হয়েছে। অগ্রগতির হার = ১০০%
৪।	বাংলাদেশ রেলওয়েতে কলসেন্টার চালুকরণ	বাংলাদেশ রেলওয়ের যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প পরিসরে পরীক্ষামূলকভাবে একটি কল সেন্টার স্থাপনকরণ।	**২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই সফলতার সাথে** কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। অগ্রগতির হার = ১০০%
৫।	সিসি টিভি সিস্টেম বর্ধিতকরণ	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের ১০টি রেলওয়ে স্টেশনকে সিসি টিভি নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন।	**২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত** বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের ১০টি রেলওয়ে স্টেশনকে সিসি টিভি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। অগ্রগতির হার = ১০০%

০৯/০২/২০১৭

মোঃ মফিজ উদ্দিন
প্রোগ্রামার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার